অদম্য

জামাল উদ্দিন জামি
মাসুদ রায়হান

তাম্রলিপি

উৎসর্গ

নিজের প্রচেষ্টায় নয়, একমাত্র মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা সমৃদ্ধি অর্জন করি। সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি ছাড়া আমাদের জীবনে কখনো কোনো সফলতা আসে নাই। আমার জীবনের সকল স্পৃহা এবং অর্জন শুধু মাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার জন্যই উৎসর্গকৃত।

লেখকদ্বয়ের কথা

এই বইটি যখন আপনার হাতে পৌঁছাবে তখনো আমরা ইতিবাচক পরিবর্তনের যুদ্ধে সামনে এগিয়ে যাচ্ছি। সংক্ষিপ্ত জীবনের অতি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা, একটু উপলব্ধি আর একেবারেই সামান্য কিছু জ্ঞান থেকে এই কাগজের গল্প। বইটি আমরা এমন ধাঁচে লেখার চেষ্টা করেছি যেন যেকোনো বয়সি পাঠক সহজেই বুঝতে পারে এবং নিজেকে আপগ্রেড করে নেক্সট লেভেলে নিয়ে যেতে পারে। আমাদের জানা মতে, বাংলা ভাষায় গল্পের সাথে আত্ম উন্নয়নের যাত্রায় 'অদম্য' আরও একটি স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা। আমাদের পক্ষ থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা ছিল বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করে আন্তর্জাতিক মানের একটা মাস্টারপিস হিসেবে পাঠককে উপহার দেওয়া। খুব সাধারণ মানুষ হিসেবে, এই বইটির সৃষ্টিলগ্ন থেকে এখন পর্যন্ত ভুল-ভ্রান্তি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু না। বই সম্পৃক্ত যেকোনো ভুলভ্রান্তি এবং সকল অস্বচ্ছন্দতার দায়ভার শুধু আমাদের। আর এই বইতে যা কিছু কল্যাণকর মনে হবে আপনার, তার সকল প্রাপ্য সম্মান এবং প্রশংসা শুধু আল্লাহ্ রাব্বুল আলামিনের। যদি এই গল্পগুলো থেকে আপনার জীবনে বিন্দু মাত্র পরিবর্তন এসে থাকে, তবে আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক। যেকোনো পরামর্শ, সংশোধনী, পরিমার্জনা, কিংবা ফিডব্যাক জানানোর জন্য অনুরোধ রইল।

যারা দৈনন্দিন জীবনে নিজেকে সবার মাঝে আলাদা করে নতুনভাবে তৈরি করতে চান, তাদের জন্য এই বই।
আপনারই জন্য এই বই।
চলুন শুরু করি।

জামাল উদ্দিন জামি
jamaldu@gmail.com

মাসুদ রায়হান
masud.rayhan@gmail.com

সূচিপত্র

লক্ষ্য যখন মুমূর্ষু: রেড অ্যালার্ট ১১

এজিলিটি: কর্মতৎপরতার সূত্র ২১

সেলফ মাস্টারি—আমার সিইও কে? ৩১

সম্রাট: অন্যকে প্রভাবিত করতে প্রস্তুত ৩৭

রেজিলেন্স এবং ইমোশনাল ইন্টেলিজেন্স:
আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা আর স্বাধীন সহনশীলতা ৪৭

অস্থির: ওয়েলবিং এবং আমরা ৫৭

Surrounded by idiots: বুঝবো কীভাবে, করব কী? ৬৮

এক্সপ্রেস টু ইম্প্রেস:
অন্যকে ইম্প্রেস করতে হলে নিজেকে এক্সপ্রেস করতে হবে ৮২

ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং: বিশ্লেষণ এবং তার্কিক বোধগম্যতা ১০২

বস তেল না খেলেও ঘি খায় ১১১

সমস্যা সমাধান: রহস্য অন্বেষণ ১২০

সৃজনশীলতা: চিন্তা থেকে রূপান্তর ১২৬

সবার আগে বিক্রি সত্য ১৩৪

এক্সকিউজ ১০১: দুঃখিত স্যার, ভুলে গিয়েছিলাম ১৪৫

এক্ষণ: লেটস ডু ইট নাও ১৫৮

কোচিং: প্রশ্নই যখন একমাত্র উত্তর ১৬৪

লক্ষ্য যখন মুমূর্ষু: রেড অ্যালার্ট

বাম দিকের হাতটা একেবারে অবশ হয়ে গেল নাকি, মনে হচ্ছে রবিনের। এই মধ্যম শ্রেণির হাসপাতালগুলোর বড়ো একটা সমস্যা হচ্ছে রাতে ঘুমানোর জন্য কোন কমফোর্টেবল জায়গা নাই। বেশ কায়দা করে দুটো তিনটা চেয়ারকে একসাথে করে তার ভিতরেই রাত কাটানোর প্ল্যান করতে হয়। ঠিক কতক্ষণ হয়েছে তার কোন হিসেব এই মুহূর্তে রবিনের হাতে নেই। অ্যাটলিস্ট দু ঘন্টাতো হবেই। কটা বাজে এখন! বাম হাতের দিকে খেয়াল করে রবিন দেখল রাত তিনটা দশ। যদি একটু কায়দা করে শোয়া যায় তাহলে হাসপাতাল আর বাসের এই চিকন ঘুমগুলো অনেক রিলাক্সিং হয়। একটু দূরেই অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে। অনেকটা ফুউর ফুরর টাইপ। কি ব্যাপার! এটাতো এসির বাতাস কিংবা ওয়াল মুভিং ফ্যান এর শব্দ না।

ঘাড়টা উঠিয়ে রবিন দেখল বাম হাতের অবস্থা শেষ, একদম অবশ হয়ে গেছে। কী এক অবস্থা! রোগী দেখাশুনা করতে এসে নিজেই রোগী হয়ে গেল নাকি? ডান হাত দিয়ে আস্তে আস্তে করে বাম হাতটাকে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে উঠে বসল রবিন। ভ্রু কুঁচকে ভাবল, এই শব্দ হচ্ছে কোথা থেকে? একটু দূরেই দেখতে পেল জনৈক ভদ্রলোক বসে বেশ আয়েশ করে ধোঁয়াতোলা কফিতে চুমুক দিচ্ছেন। এত রাতে এই ভদ্রলোক গরম ধোঁয়া ওঠা কফি পেল কোথায়, ভাবল রবিন। স্ট্রেঞ্জ! এখানে কী কোনো কফি ভেন্ডিং মেশিন আছে, নাকি বাহিরে কোথাও থেকে উনি কিনে আনলেন। বিষয়টা জিজ্ঞেস করতে পারলে ভালো হতো। লোকটার সাথে যদি কোনোভাবে আই কন্টাক্ট করা যায় তাহলে উঠে জিজ্ঞেস করা যাবে। কিন্তু ভদ্রলোকের যে অবস্থান, বেশ গভীর মনোযোগ দিয়ে কি একটা বই পড়ছেন। মনে হচ্ছে এই পৃথিবীর থেকে ভিন্ন কোনো গ্রহে এই মুহূর্তে তার অবস্থান। হাতটা একটু নরমাল হতেই রবিনের মনে পড়ল, রোগীর কি অবস্থা! আজকে রবিনের ছোটো ভাই রেদওয়ানকে নিয়ে হাসপাতালে চতুর্থ দিন। ওর নিউমেনিয়াটা এবার বেশ খারাপ অবস্থায় চলে গিয়েছে। গতকাল থেকে তাও একটু নিশ্বাস নিতে পারছে রেদওয়ান।

শুরুতে বেশ খারাপ অবস্থা ছিল। এবার অনেকটা ভুল চিকিৎসা এর কারণেই এই বেহাল অবস্থা। এত দ্রুত ফুসফুসে নিউমেনিয়া ছড়াতে পারে বাসায় কারো কোন ধারণাই ছিল না। ছোটো ভাই রেদওয়ান এর বয়স পনেরো বছর। রবিনের ছয় বছরের ছোট, এক মাত্র ভাই রেদওয়ান। রবিন আর রেদওয়ান এর জীবনে বাবার তেমন কোন স্মৃতি নাই। রেদওয়ানের জন্মের পরের বছরেই একটা অ্যাকসিডেন্টে বাবাকে হারাতে হয়। সংসার বলতে মা আর এই ছোটো ভাই। প্রথমে মামাদের সাথে থাকলেও প্রায় চার বছর হয়ে গেল ওরা এখন আলাদাই থাকছে। তিনটা টিউশনি করে অনেকটা টাইট অবস্থাতেই সংসার আর লেখাপড়া এর খরচ চালাচ্ছে। সরকারি ইউনিভার্সিটি বলে অনেকটাই কম খরচে বিজনেস এর ব্যাচেলর ডিগ্রিটার শেষ দিকে চলে এসেছে রবিন।

২০৪ নম্বর কেবিনে মোট ৬ জন রোগী। কেবিনের পর্দা সরিয়ে দেখল রবিন, ছোটো ভাইয়ের অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে ঠিকই আছে। রেদওয়ানের বুকটা ওঠানামা করছে ঠিকভাবে, তার মানে অক্সিজেন পাচ্ছে সিলিন্ডার থেকে। সকালে ওকে আরেকবার নেবুলাইজেশন দেওয়ার কথা। রোজ আটবার ওকে নেবুলাইজেশন দেওয়া হচ্ছে, আর সারাদিনের অক্সিজেন সাপোর্টতো আছেই। কি ভয়ংকর এক রোগ নিউমোনিয়া! রেদওয়ানকে এক ঝলক দেখেই রবিন সিদ্ধান্ত নিয়েই ফেলল না, এখন চা বা কফি কিছু একটা লাগবেই কিন্তু ম্যানেজ করা যায় কীভাবে।

বের হয়ে মানুষটার কাছেই চলে আসলো রবিন। লোকটা একবার মুখ তুলেও তাকাল না। কি অদ্ভুত! এত ফোকাস দিয়ে কি পড়ছেন উনি। মনে তো হচ্ছে কোন এক গভীর গল্পে ডুবে আছেন। হসপিটালের ফ্লোরে এখন জেগে থাকা মানুষ বলতে এই দুজন। কার্টেসি করে হলেও তো একবার ঘুরে তাকায়। ওনাকে পার করে অনেকটা দূরে চলে আসলো রবিন। একবার একটু উঁকি দিয়ে দেখল কর্নার সাইডে বা অন্য কোন দিকে কোন কফি মেশিন বা চা বিক্রেতা আছে কিনা না, হতাশ মুখে সিঁড়ি থেকে ফেরত আসা ছাড়া আর কোনো উপায় দেখছে না।

একেবারে খালি হাতেই হাঁটতে হাঁটতে আবার চলে আসলো রবিন তার আগের জায়গায়। বাম হাতটা অনেকটা নরমাল হয়ে এসেছে, ভাবছে এখন আর ঘুমাতে যাবে না আর সকাল হতে আর খুব একটা বেশি সময় নাই। এক কাজ করলে কেমন হয়, ভাবল রবিন। লোকটার পাশে বসে সরাসরি জিজ্ঞেস করে ফেলবে নাকি যে কোথায় কফি পাওয়া যাবে?

নিজেকেই সাহস দিলো, একজন বিজনেস গ্রাজুয়েটের এইটুক সাহস তো থাকতেই হবে, নাকি! আর কি, যেমন ভাবা তেমনই কাজ। একটু শব্দ তুলে হেঁটে ওনার পাশে গিয়ে বসল রবিন। হালকা করে একটা সালামও দিয়ে ফেলল। লোকটা উত্তরও শুধু বলল 'হুম, ওয়ালাইকুম'। ভদ্রলোকের পাশে বসতে বসতে রবিন খুব ভালোভাবে লোকটাকে খেয়াল করল। ওনার পরনে সিম্পল টি-শার্ট সাথে রংচটা একটা জিন্সের প্যান্ট আর বাদামি রঙের মোজা। রবিন দেখল জুতোর উপরে রেখেই পা দুটো যেন হালকা করে নাড়াচ্ছেন উনি, অনেকটা টিং টিং নাচানোর মতো। কীভাবে কথা বাড়ানো যায় তাই ভাবছিল রবিন। খেয়াল করে দেখল লোকটার হাতে যে বইটা আছে বইটার নাম ব্রেইন পাওয়ার। লেখকের নাম মাইকেল জে গেল্ব আর ক্যালি হোয়েল। একটু সিচুয়েশন নরমাল করার জন্য জিজ্ঞেস করে ফেলল 'কেউ কি অসুস্থ?' লোকটা মুচকি হেসে বলল 'কি মনে হয়?' গভীর রাতে এরকম উত্তরটা শুনে রবিনকে অনেকটাই অপ্রস্তুত মনে হলো। কিন্তু এতে আরেকভাবে সুবিধাও হলো, যেন লজ্জার বাধনটা একটু হালকা হয়ে গেছে। রবিন জিজ্ঞেস করেই ফেললো,

'এই রাতে কফি পেলেন কোথায়? আমি তো আশেপাশে কোন কফি সব দেখলাম না।'

এই প্রথম ভদ্রলোক ঘুরিয়ে তাকালেন 'কফি আমার সাথেই থাকে। ফ্লাক্সে। তুমি খাবে? ওহ! কিছু মনে করোনিত, তোমাকে তুমি করে বলে ফেলেছি?'

'আরে নাহ, তুমি করেই তো বলবেন', মুচকি হাসি দিয়ে জানালো রবিন

'আরিফ, রাতের পরিচয় এটুকুই', বলে হাত বাড়িয়ে দিলেন ভদ্রলোক

'আমি রবিন' একটু কেবলাকান্ত হাসি দিলো রবিন আর হ্যান্ডশেক পর্বটাও শেষ করে নিল। 'আপনি কি করেন? আই মিন প্রফেশন?'

প্রশ্নে আরিফ দাঁড়িয়ে পড়লেন হঠাৎ। শুকনো গলায় জবাব দিলেন, 'নাহ তেমন কিছু না।' বলেই আবার বসে গেলেন, কিছু একটা খুঁজলেন মনে হলো।

'তোমার বাসায় কেউ অসুস্থ?' ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক

'হাঁ, আমার ছোটো ভাই। নিউমোনিয়া, অবস্থা খুবই খারাপ ছিল এখন ইম্প্রুভ করছে আস্তে আস্তে'

'আচ্ছা। এত সিরিয়াস অবস্থা কীভাবে হলো?'

‘আর বইলেন না, ভুল চিকিৎসা এর শিকার’

‘বলো কি? ভুল চিকিৎসা! ইউ মিন মিস ট্রিটমেন্ট?’ ঘাড়ের বাম দিকে হাত রেখে আবারও ভ্রু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রলোক

‘আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি আমরা ঠিকভাবে অসুখটাকে ডায়াগনোসিস করতে পারিনি, প্রথমে ভেবেছিলাম ঠান্ডা লেগেছে, এমনিতেই সেরে যাবে’ বলে ফোঁস করে নিশ্বাস ছাড়ল রবিন।

‘জিনিসটা যে হঠাৎ করে এমন সিরিয়াস দিকে টার্ন করবে এটা বুঝে উঠতে পারিনি। সত্যি কথা বলতে কি, আমাদের টার্গেটই ঠিক ছিল না। আমার ছোটো ভাইটার ঠান্ডা আর শ্বাসকষ্টের সমস্যা অনেক আগের থেকেই। যেটার প্রধান কারণ ছিল ওর অ্যালার্জি কিন্তু আমরা আসলে সাধারণ সিজনাল ফ্লু ভেবেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। এর কারণেই আজ এই অবস্থা। তাও ভালো এখন ইমপ্রুভ করছে’ এই বলে রবিন চোখ দুটো সরু করে ভদ্রলোকের দিকে তাকাল আর মনে মনে ভাবল ব্যাটা এখনো কফি অফার করছে না কেন।

‘হুম, যদি লক্ষ্যই ঠিক না থাকে তাহলে অবস্থা আরও অনেক বেশি মুমূর্ষু হতে পারত। যাক, মাঝ পথেই তোমরা প্রপার ডায়াগনোসিস করে সঠিক চিকিৎসা শুরু করেছো। আশা করি, ও ঠিক হয়ে যাবে দ্রুত। এতক্ষণ, তোমার ভাইয়ের ঘটনা শুনে আমার একটা ব্যাপার মনে হলো, বুঝলে!’

‘কী?’ সহজ প্রশ্ন রবিনের

‘এ রকমভাবে অসংখ্য সময় আমাদের জীবনের লক্ষ্যহীনতা বা ভুল লক্ষ্য নির্ধারণ করার জন্য আমরা নিজেরাই অনেক বিপদ ডেকে নিয়ে আসি। বলতে গেলে একেবারে রেড অ্যালার্ট’

‘কেমন?’ একটু বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করল রবিন। ভাবছে হয়তো আরেকজন রোগীর কথা শুনবে এখন।

ওর চিন্তাকে ভুল প্রমাণ করে ভদ্রলোক বলে উঠলেন ‘যেমন ধরো ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা এডুকেশন লাইফে বা ক্যারিয়ারে সব সময় কি আমরা সঠিকভাবে গোল সিলেক্ট করতে পারি?’

‘গোল সিলেক্ট! এটা আবার কী?’ আঁতকে উঠা কণ্ঠ রবিনের

‘উমম, লক্ষ্য নির্ধারণ! তুমি এক্সাক্টলি কি হতে চাও বা আসলেই কি তুমি জানো যে, তুমি কে এবং কোথায় তোমার লক্ষ্য?’ বলতে বলতেই বাম দিক থেকে মাত্র ফ্লাক্সটা হাতে নিলেন উনি।

‘ওরে বাবা এটা একদম দার্শনিক টাইপের প্রশ্ন হয়ে গেল!’ শুকনো মুখে ঢোক গিলে তাকিয়ে আছে রবিন

মুচকি হাসলেন ভদ্রলোক, ‘কীসে পড়াশোনা করো তুমি?’

‘আমি তো বিজনেসে পড়ি, ব্যাচেলর অফ অনার্স, লাস্ট ইয়ারের কাছেই চলে আসছি।’

‘আচ্ছা। তাহলে তুমিই বলো, তোমার প্ল্যান কী? গ্রাজুয়েশন শেষ করে এরপরে তুমি কী করতে চাও?’

‘কি করতে চাই?’ পালটা প্রশ্ন রবিনের, একটু থেমেই আবার নিজেই বলল ‘চাকরি খুঁজব বিভিন্ন জায়গায় এপ্লাই করব, অনেক রকম জব সার্কুলার থাকে, তো সেগুলোতে ট্রাই করব যেখানে বিজনেসের স্টুডেন্ট দরকার’

‘তোমার মেজর কীসে?’ একটু গম্ভীরভাবেই জিজ্ঞেস করলেন আরিফ

‘মার্কেটিং’

‘আচ্ছা। আর তোমার প্রেফার্ড অর্গানাইজেশন কারা হতে পারে?’

‘প্রেফার্ড মানে পছন্দের? উমম, প্রেফার্ডের তো লম্বা লিস্ট আছে, তবে এখনকার সময়ে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন এর জব তো অনেক হাই-ফাই মনে হয়। স্যালারি তো আলহামদুলিল্লাহ-মাশাল্লাহ টাইপ, কেন বলুন তো?’

‘তুমি কি এক্সাক্টলি জানো, যে ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনগুলোতে মার্কেটিং এর মেজর করা স্টুডেন্টদের কন্ট্রিবিউট করবার মতো জায়গা বা সুযোগ কেমন?’

‘আমি কীভাবে জানব? কাজই করিনি তো কখনো’

‘একটা ফাইনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটে মার্কেটিং এবং ব্র্যান্ডের পরিসরটা কত বড়ো? লাইক, তুমি একটা ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউটের ক্রিয়েটিভ এ কাজ করতে চাও, তাই তো? পাঁচ জনের টিমে তুমি কতটুকু কন্ট্রিবিউট করতে পারবে? আর ওদের মেইন ফোকাস কি বিজনেস এক্সপানশন নাকি ব্রান্ডিং? কি মনে হয়?’

শেষ রাতের এই কথাগুলো বেশ ভারি মনে হলেও, অনেক ইম্পরট্যান্ট মনে হলো রবিনের কাছে। ‘এভাবে তো কখনো চিন্তাই করিনি। আমি তো আসলে ভেবেছিলাম ব্যাংক মানেই তো ব্রাঞ্চ এ বসে টাকা গোনা এবং টাকা দেওয়া’

‘তাহলে দেখো! আমরা একটা জিনিস বুঝলাম, এই যে তোমার মাথায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকরির যে ধরনটা তুমি ভাবছ আর তুমি যা পড়াশোনা

করছ এখন, তার সাথে সরাসরি কোনো সম্পর্কই নাই। ঠিক? ক্রিয়েটিভ মার্কেটিং এ কাজ করবার টার্গেট নিয়ে গ্রাহকের টাকা গুনা বা ক্রেডিট ফাইল চেক করা, বিষয়টা কেমন বেখাপ্পা না? বলো তো তোমার টপ তিনটা স্কিল, শুনি?' একটা প্লাস্টিক এর কাপে উনি কফি ঢালতে ঢালতে বললেন।

'আমার টপ স্কিল? ওই রাত জাগতে পারি, বই পড়তে পারি আর লেখালেখি করতে পারি, আর কি!'

'কি দিন এসেছে, রাত জেগে থাকাও একটা টপ স্কিল!', বলে একটু হাসলেন ভদ্রলোক 'তুমি তোমার বিজনেস স্টাডিসের লাস্ট বছর শুরু করবে এবং এটা ক্যারিয়ার ভিশনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ সময়। আমার তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে এক ভয়াবহ মুমূর্ষু লক্ষের দিকে তুমি এগিয়ে যাচ্ছো বাছা, আমি বলব এখানে তোমার একটু থামা দরকার। লিটল পস। এন্ড প্লিজ কন্সিডার ইট এজ রেড অ্যালার্ট'

'তা না হয় থামলাম কিন্তু এর পরের কাজ কী?' অনেকটাই স্তব্ধ রবিন।

'এরপরের কাজ, দুটো দিকে লক্ষ রাখা। এক তোমার ক্যাপাসিটি আর দুই তোমার এক্সপারটিস। অর্থাৎ নিজের ক্ষমতা আর তুমি নিজেকে এক্সাক্টলি কোথায় দেখতে চাও এর দুয়ের মধ্যে ব্যালান্স করা। আই মিন, কোন পজিশনে গেলে তোমার মনে হবে যে তুমি আসলে কাজ করছ না বরং তুমি তোমার ভালো লাগা জিনিসটাই প্রতিদিন করতে আসছো এমন। তাহলে তোমার ক্যারিয়ারটা অনেক এনজয়বল হবে।' কফি এর কাপটা উনি এগিয়ে দিলেন।

এতক্ষণে কফি পেলাম ভাবতে ভাবতে কফির কাপটা হাতে নিল রবিন, হালকা করে মুখে বলল 'থ্যাঙ্কস।'

'ওয়েলকাম' বলেই ভদ্রলোক বলা শুরু করলেন, আমাদের এই দেশে অনেক মানুষ আছে যারা অন্যের হয়ে, অন্যের লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে প্রতিদিন। কিন্তু আমরা যদি আমাদের নিজের লক্ষ্যটাকে প্রাতিষ্ঠানিক গন্তব্যের সাথে অ্যালাইন বা টিউন করে নিতে পারি, তাহলে আসলে কাজকে কখনো কাজ বলে মনে হবে না। তখন কাজ হবে আনন্দের একটি জিনিস। কাজ হবে প্লেজার, স্ট্রেস না। প্রতিদিন অফিসে আসতে ইচ্ছা করবে, কন্ট্রিবিউট করতে ইচ্ছে করবে এবং প্রতিষ্ঠানের সফলতায় নিজেকে একজন শক্তিশালী অংশীদার মনে হবে, কি বুঝলে?

কফির কাপ এ চুমুক দিতে দিতেই রবিন বলল 'এইভাবে তো কখনই ভাবিনি। নিজের শক্তি, নিজের সামর্থ্য বুঝে লক্ষ্য নির্ধারণ করা তাহলে লক্ষ্য আর মুমূর্ষু হবে না, লক্ষ্য হবে শক্তিশালী!'

সাথে সাথেই আরিফ সাহেব বললেন 'সেই লক্ষ্যকে অর্জন করার জন্য দরকার প্রতিদিনের ছোটো ছোটো উপার্জন। সেই উপার্জনগুলোই আমাদেরকে চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছে নেবে। এইভাবে প্ল্যান করে আগালে অ্যাটলিস্ট তোমার জন্য তোমার পরিবারের কাউকে হসপিটালের বারান্দায় অপেক্ষা করতে হবে না' হো হো করে হাসছেন ভদ্রলোক।

দূর থেকে ফজরের আজান শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। রবিনের মাথাটা বেশ ফাঁকা ফাঁকা লাগছে সাময়িক সময়ের জন্য। সত্যিই তো কখনো এভাবে চিন্তা করে দেখিনি, ভাবল রবিন। আচ্ছা। ওনাকে আরও কিছু প্রশ্ন করবে কিনা!

'আমার গোল কি হলে ভালো হয়?' প্রশ্ন করে নিজের জিভ এ নিজেই কামড় দিলো রবিন। বেশি বেশি হয়ে গেল কিনা।

'এই তোমাদের আরেক সমস্যা, ইয়ংম্যান। তোমার লক্ষ্য আমি কীভাবে নির্ধারণ করে দেবো, বলো? তোমার শক্তি বা দক্ষতা কি আমাকে জানার কথা? তবে আমি এটুকু বলতে পারি, লক্ষ্য সাধারণত দুই রকমের হয়। একটা দীর্ঘমেয়াদি আর একটা স্বল্প সময়ের জন্য। কিছু কিছু গোল তুমি পাঁচ বছর, সাত বছর কিংবা দশ বছরের জন্য রাখতে পারো। আর কিছু শর্ট গোল নব্বই দিন বা একশ আশি দিনের জন্য তৈরি করতে পারো। খেয়াল রাখতে হবে যাতে শর্ট গোলগুলোই তোমাকে সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়, এটা যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাহলে আবার মাঝপথে আবার রেড অ্যালার্ট জ্বলে উঠবে।'

'হুম' বলে একটু গভীর চিন্তায় ডুবে গেল রবিন, কফিটাও শেষ

'নামাজের সময় হয়ে এসেছে' বলেই আরিফ সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

'দাঁড়ান দাঁড়ান প্লিজ, আর একটু সময় কি পেতে পারি আপনার কাছে?' একেবারে মিনতি কণ্ঠে রবিন জিজ্ঞেস করল।

ভদ্রলোক বসে পড়লেন আবার, ডান দিকের কেবিনের দিকে তাকালেন একবার, এরপরে বললেন, 'বলো?'

'আর একটু টিপস দেবেন প্লিজ? সত্যি আমি মনে করি, আমি ক্রিয়েটিভ, নতুন কিছু তৈরি করবার নেশা আমার আছে।'

‘তাহলে তুমি আমাকে বলো, এই স্কিলটা সবচেয়ে ভালো কোন ধরনের বিজনেস এর সাথে যাবে?’ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আরিফ সাহেব

‘মার্কেটিং ফোকাস কনজিওমার গুডস প্রতিষ্ঠান অথবা অ্যাড ফার্ম?’

‘মেইক সেন্স, পোলট্রি ফার্ম যে না এটা শিওর।’ বলেই হেসে উঠে বললেন ‘এবার তুমি আমাকে বলো এই ধরনের ইনোভেশন মার্কেটিং বা ব্র্যান্ডিং গ্রুপে যারা কাজ করে তাদের সাথে তোমার কোন কানেকশন কি আছে?’

‘একদমই নাই’

‘ওয়াও! তাহলে তুমি কীভাবে ভাবলে যে সহজেই গন্তব্যে পৌঁছাতে পারবে? যদি তুমি এখানে আমাকে বলতে, তুমি বিভিন্ন মার্কেটিং ক্লাব, ইনোভেশন গ্রুপ বা মডার্ন প্র্যাকটিসিং গ্রুপের সাথে জড়িত আছ। তাহলে আমি বুঝতে পারতাম তুমি তোমার ভিশনের জন্য কাজ করে যাচ্ছ। আর এইগুলো যখন তোমার সাথে থাকবে, ক্যারিয়ার নিয়ে অনেক চিন্তার খোঁড়াক তুমি নিজেই চারদিকে খুঁজে পাবে। এমনকি টেক্সট বই এর পাশে এই লাইনের লেটেস্ট বইগুলো দখলে থাকলেও অনেক দূর এগিয়ে যেতে পারবে। ওকে? এখন তুমিই বলো, তুমি কী বুঝলে আর কী করবে?’

‘আমি বুঝলাম, প্রথমে নিজের শক্তি বুঝে একটা সুনির্দিষ্ট ক্যারিয়ার লক্ষ্য ঠিক করতে হবে তারপর সেই লক্ষ্য অর্জন করার জন্য ছোটো ছোটো কিছু টার্গেট বা মাইলস্টোন সেট করতে হবে। যেই ছোটো টার্গেটগুলো অর্জন করতে পারলে আস্তে আস্তে প্রধান লক্ষ্য পৌঁছানো যাবে। ভুল বললাম?’

‘১০০% সঠিক। এই তো লাইনে চলে এসেছো। নিজেকে জেনে এবং বুঝে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ঠিক করা প্রথম কাজ। হোক সেটা পেশাদারি কিংবা ব্যক্তিগত। এই নিজেকে জানা আর বুঝা মানে নিজের আগ্রহ, স্কিল এবং ক্যাপাসিটি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। এর পরে কি করা উচিত, বলো?’

‘ছোটো ছোটো অর্জনগুলোতে একটু সেলিব্রেট করলে মন্দ হয় না’ হাসিমুখে বলল রবিন

‘সুবহানাল্লাহ! আর?’

‘আর কি?’ এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রবিন

‘নিজের প্রোগ্রেসটাকে নিজেই নিরীক্ষণ করা, যাতে অবস্থান বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া যায়। কারণ নরমাল মেডিসিন যদি কাজ না করে তাহলে তো অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ লাগবে, নাকি?’